জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ (**বুধবার**)

[**সময়কালঃ ২৩.০৯.২০২০–২৭.০৯.২০২০**]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

ছত্রিশগড় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত লঘুচাপটি আরও সামান্য পশ্চিম- উত্তরপশ্চিম দিকে সরে গিয়ে বর্তমানে মধ্য প্রদেশ এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, লঘুচাপের কেন্দ্রস্থল, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় বিরাজ করছে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা /ঝড়ো হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে।
মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের কয়েকটি জেলায় প্রচুর বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এসব জেলার (বাগেরহাট, কক্সবাজার, ফেনী, ঝালকাঠি, খুলনা, লক্ষীপুর, নোয়াখালী,পিরোজপুর) জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। বন্যা কবলিত জেলাগুলোর (বগুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, ফরিদপুর, গাইবান্ধা, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নওগাঁ, নারায়নগঞ্জ, নাটোর, নেত্রকোনা, নীলফামারী, পাবনা, রাজবাড়ি, রংপুর, শরিয়তপুর, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট ও টাংগাইল) নিম্নাঞ্চলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। মৌসুমী বায়ু দেশের উপর সক্রিয় থাকায় কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে ভারী, কখনও অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জেলার জন্য নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ (বাগেরহাট, কক্সবাজার, ফেনী, ঝালকাঠি, খুলনা, লক্ষীপুর, নোয়াখালী ও পিরোজপুর জেলার জন্য)

- পরিপক্ক সবজি সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন। জলাবদ্ধতা পরিহারের জন্য খরিফ/রবি সবজির জমির চারপাশে নিষ্কাশন নালা তৈরি করুন।
- আমন ধানের জমির নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন যেন জমিতে পানি জমে না থাকতে পারে।
- আমন ধানের জমির আইল উঁচু করে দিন।
- সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রদান থেকে বিরত থাকুন।
- কলা ও দন্ডায়মান সবজির জন্য খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
- আখের ঝাড় বেঁধে দিন।
- গবাদি পশু ও হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার ও শুকনো রাখুন।
- পুকুরের চারপাশ উঁচু করে দিন। সম্ভব হলে চারপাশ জাল বা বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘিরে দিন যেন অতিরিক্ত পানিতে মাছ ভেসে না যায়।

বন্যা আক্রান্ত জেলার নিম্নাঞ্চলের জন্য পরামর্শ: (বগুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, ফরিদপুর, গাইবান্ধা, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নওগাঁ, নারায়নগঞ্জ, নাটোর, নেত্রকোনা, নীলফামারী, পাবনা, রাজবাড়ি, রংপুর, শরিয়তপুর, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট ও টাংগাইল)

আমন ধান:

- নীচু এলাকায় পানি নেমে যাওয়ার পর এখনও চারার রোপণের সুযোগ রয়েছে। যেহেতু দেরীতে রোপণ করা হচ্ছে কাজেই এই পরিস্থিতিতে বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪৬, ব্রি ধান৫৪, বিনাশাইল, নাইজারশাইলসহ এলাকাভিত্তিক স্থানীয় জাতের চাষ করা যেতে পারে।
- পানি সরে যাওয়ার পর উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন। ভাসমান বীজতলাও করা যেতে পারে।
- ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট রোগ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

উদ্যান ফসল:

জেলার বন্যা আক্রান্ত নিম্নাঞ্চলের জন্য পরামর্শ:

- ফল ও ঔষধি গাছ লাগান। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে পুনরায় গাছ লাগিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।
- গাছের গোড়ায় বেশি করে মাটি দিন।
- আম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি গাছের অপ্রয়োজনীয় অংশ ছেটে ফেলুন।

এছাড়াও জেলার বন্যা আক্রান্ত নিম্নাঞ্চলে রবি ফসল চাষের প্রস্তুতি নিন। ভুট্টা, লাল শাক, পালং শাক, ডাটা শাক ইত্যাদির বীজ সংগ্রহ করুন।

গবাদি পশু:

জেলার বন্যা আক্রান্ত নিম্নাঞ্চলের জন্য পরামর্শ:

- বন্যা পরবর্তী সময়ে গবাদি পশুকে পচা ঘাস খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন।
- গবাদি পশুকে সবুজ ঘাস এবং ভিটামিন ও খনিজ লবন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।
- গবাদি পশুকে টীকা দিন।
- পরজীবীর আক্রমন দেখা দিলে নিবন্ধিত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।

মৎস্য:

জেলার বন্যা আক্রান্ত নিম্নাঞ্চলের জন্য পরামর্শ:

- বন্যার কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিন।
- সাম্প্রতিক বন্যায় মৎস্যচাষীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। অধিকাংশ মাছ বন্যার পানিতে ভেসে গিয়েছে। বন্যার পানি নিষ্কাশনের পর নতুন পোনা ছাড়ার আগে পুকুরে বিঘাপ্রতি ৩০ কেজি চুন প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ১৫ থেকে ২০ দিন পরে পুকুরে বিঘাপ্রতি ২৫০-৩০০ কেজি খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- সম্ভব হলে পুকুরের চারপাশ জাল দিয়ে ঘিরে দিন যাতে বন্যার পানিতে মাছ ভেসে যেতে না পারে।

বাকী জেলাগুলোর জন্য পরামর্শ:

আউশ ধান:

- জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে দ্রুত নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- নরম দানা থেকে শক্ত দানা পর্যায়ে জমির পানির স্তর ২-৫ সে.মি. বজায় রাখুন।
- মাজরা পোকা, গল মাছি এবং সাদা ও বাদামী গাছ ফড়িং আক্রমণ করলে প্রতি হেক্টরে ৩৩ কেজি কার্বোফুরান ৩জি প্রয়োগ করুন। কাটুই পোকার আক্রমণ হলে ক্লোরোপাইরিফস বা ডাইক্লোরোভস প্রয়োগ করুন।
- মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এটি ট্রাইকোগ্রামা ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- খোল পোড়া রোগ থেকে বাঁচাতে আইল ঘাসমুক্ত পরিষ্কার রাখুন।
- আউশের পাতায় ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৫০ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন গোড়া পচে না যায়। ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করার সময় কৃষকদের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- ফসল ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সংগ্রহ করুন।
- বিকেলে অথবা সকাল ১০.০০ টা থেকে ১১.০০ টার মধ্যে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আমন ধান:

- জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে দ্রুত নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- সর্বোচ্চ কুশি পর্যায় পর্যন্ত জমির পানির স্তর ৫-৭ সে.মি. বজায় রাখুন।
- চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয়বার আগাছা নিধন করুন।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন। শেষ এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন আগে উপরিপ্রয়োগ করুন। নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগের আগে আগাছানিধন করুন।
- হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি হারে কার্বোফুরান স্প্রে করুন।
- খোল পোড়া রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি টেবুকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফলস স্মাট রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের পর স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন এবং পটাশ সার প্রয়োগ করুন।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ দেখা দিতে পারে। জমির পানি নিষ্কাশন করুন। রোগ নিয়ন্ত্রণে থিওভিট+পটাশ সার প্রয়োগ করুন। অতিরিক্ত ইউরিয়া প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
- পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন অথবা ২ মিলি ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- শশায় অল্টারনারিয়া লীফ ব্লাইট রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৬ মিলি ট্রাইসাইক্লাজল ৭৫ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আগাম শীতকালীন সবজিতে ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করুন। প্রতি লিটার পানিতে ০.১ গ্রাম স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন মিশিয়ে গাছের গোড়ার চারপাশের মাটিতে প্রয়োগ করুন।
- বেগুনে ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। চারা রোপণের আগে শিকড় শোধন করে নিন। সেচের পানির সাথে একর প্রতি ৩ কেজি হারে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- টমেটোর লেট ব্লাইট রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম মেটালাক্সিল+ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বাধাকপি, ফুলকপিতে ডাউনি মিলডিউ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম থিরাম মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিন। প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম মেটালাক্সিল+ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম, লেবু প্রভৃতি ফলের চারা লাগান।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পেঁপের ছাতরা পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পান:

- কান্ড পচা বা গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে রোগাক্রান্ত পান গাছ বা গাছের অংশ নির্দিষ্ট গর্তে ফেলুন অথবা পুড়িয়ে ফেলুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আখ:

- কান্ড পঁচা রোগ ও মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- রোগ বা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

তুলা:

- বীজ বপন সম্পন্ন করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- গবাদি পশুর খুরা রোগ দেখা দিলে-
    - শুধুমাত্র শুকনো খাবার খাওয়ান
    - গোয়ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখুন
    - মুখে ও পায়ে ক্ষত দেখা দিলে ক্ষতের জায়গাটি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে দিন
- সুস্থ গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- খামারে পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা রাখুন।
- হাঁসমুরগীকে ভেজা খাবার খেতে দেবেন না।
- কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খোয়াড়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করে তারপর হাঁসমুরগী রাখুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- শুকনো খাবার খেতে দিন এবং পরিষ্কার পানি পান করান।
- তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খোয়াড়ে পানি স্প্রে করুন।
- উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার কারণে গামবোরো রোগের আক্রমণ বাড়তে পারে। টীকা প্রয়োগসহ অন্যান্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

মৎস্য:

- পুকুরের পানি পরিষ্কার করার জন্য চুন প্রয়োগ করুন।
- যথেষ্ট পানি আছে কাজেই পুকুরে নতুন পোনা ছাড়ুন।
- পুকুরে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিতে পারে। যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০১	৩২.০	২৭.৫	রাজশাহী	রাজশাহী	৪৩	৩১.৮	২৬.৪
	টাঙ্গাইল	০২	৩০.৬	২৫.৫		ঈশ্বরদী	০৮	৩০.৭	২৭.৩
	ফরিদপুর	১১	৩১.২	২৭.০		বগুড়া	৫৯	২৯.২	২৬.৩
	মাদারীপুর	১১	২৯.৫	২৬.৩	রংপুর	বদলগাছী	৩৯	২৮.৫	২৬.৫
	গোপালগঞ্জ	০৬	৩০.৫	২৬.০		তাড়াশ	৫৩	২৯.২	২৬.৩
	নিক্‌লি	১৯	২৯.৭	২৬.০					
						রংপুর	৬৬	২৭.৭	২৫.০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০৪	২৮.৭	২৬.৬		দিনাজপুর	৪৩	২৬.৫	২৫.০
	নেত্রকোনা	২৪	২৮.৫	২৩.৮		সৈয়দপুর	৫৬	২৭.৫	২৫.০
						তেঁতুলিয়া	৮৭	২৬.৬	২৪.০
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৩৫	৩০.৮	২৫.২	খুলনা	ডিমলা	৪১	২৭.০	২৫.২
	সন্দ্বীপ	৩১	৩৩.৫	২৪.৪		রাজারহাট	৭৪	২৬.৭	২৪.০
	সীতাকুন্ড	৪৮	xx	২৫.৬					
	রাঙ্গামাটি	০৮	৩০.৫	২৬.৮		খুলনা	১০	৩১.০	২৬.৫
	কুমিল্লা	৯৮	৩০.২	২৫.৭		মংলা	১২	৩১.০	২৬.৫
	চাঁদপুর	২৫	৩০.৮	২৬.৪		সাতক্ষীরা	০৪	৩২.২	২৬.৮
	মাইজদীকোর্ট	১৩	৩১.২	২৬.০		যশোর	১৯	৩২.২	২৬.৮
	ফেনী	৫৩	৩১.০	২৬.০	বরিশাল	চুয়াডাঙ্গা	০৮	৩২.০	২৭.২
	হাতিয়া	১০	৩০.৩	২৬.২		কুমারখালী	০৭	৩১.৫	২৭.০
	কক্সবাজার	৮১	২৮.৪	২৫.৭					
	কুতুবদিয়া	১৩	৩০.০	২৬.০		বরিশাল	৪১	৩০.৫	২৬.২
	টেকনাফ	৬৫	২৭.৭	২৫.০		পটুয়াখালী	৭২	৩১.২	২৬.২
						খেপুপাড়া	৪০	৩২.০	২৫.৫
সিলেট	সিলেট	৫৩	২৯.৩	২৫.৩		ভোলা	৩৬	৩০.৭	২৬.৩
	শ্রীমঙ্গল	১৬	৩১.২	২৫.৬					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৪.৪০ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.১৩ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাস: রংপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে ।

সপ্তাহের শেষে (২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

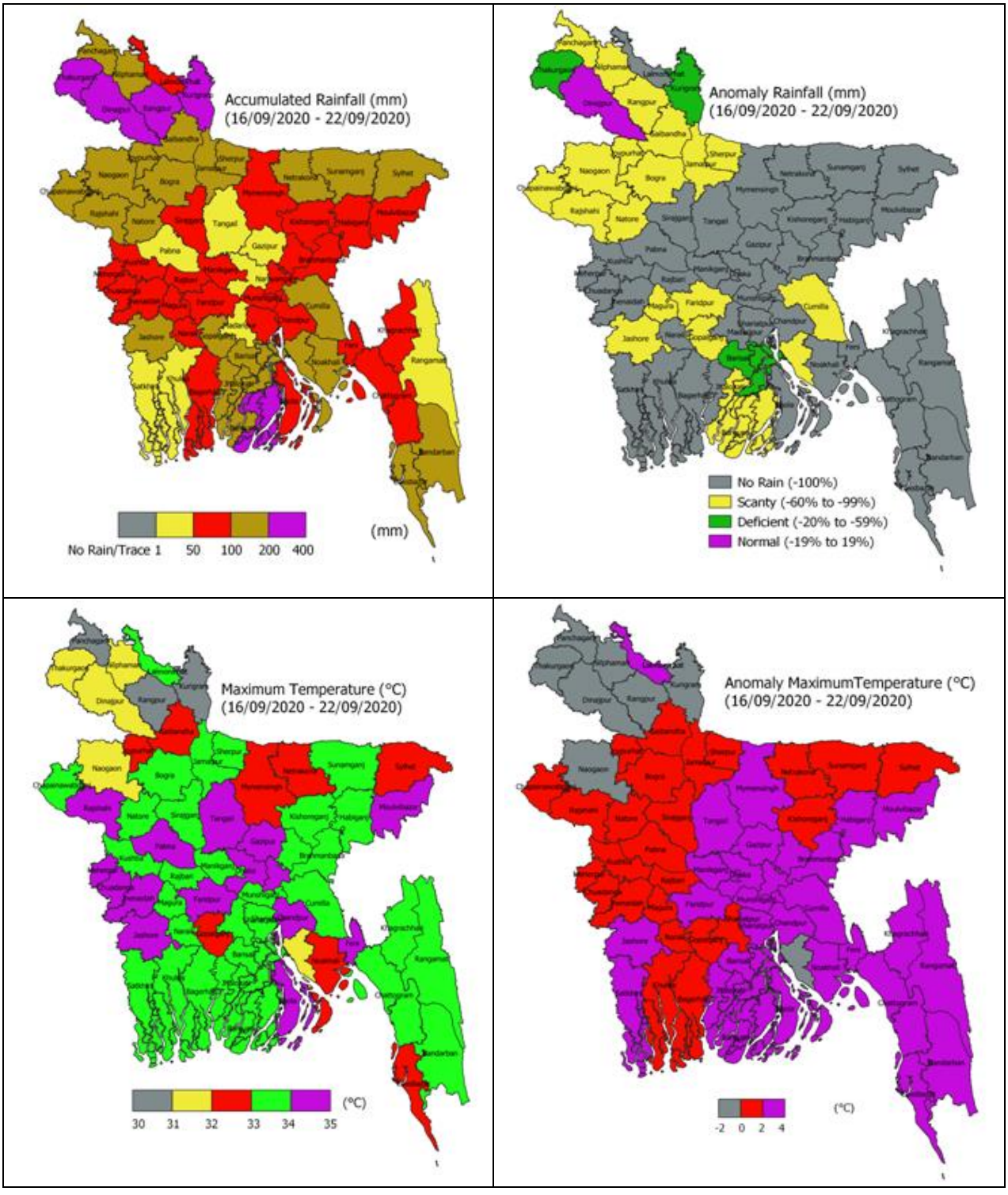

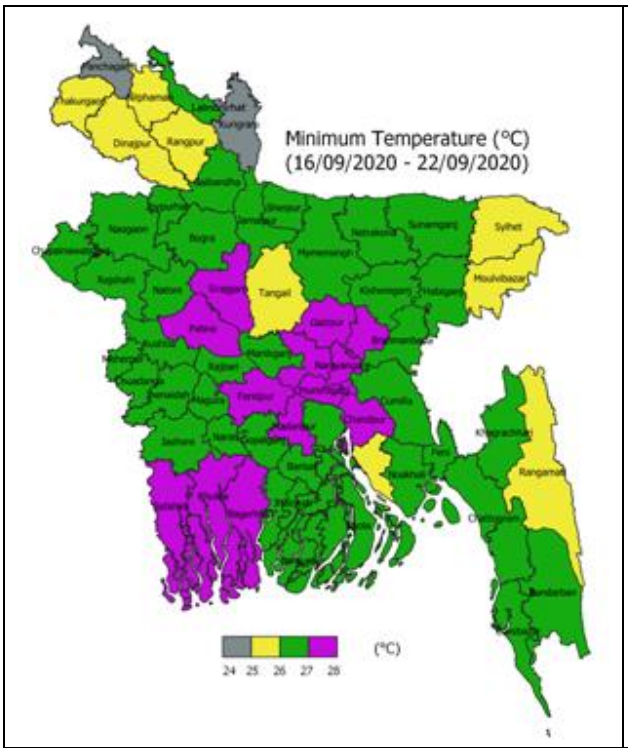
Minimum Temperature (°C)
(16/09/2020 - 22/09/2020)
(°C)
24 25 26 27 28

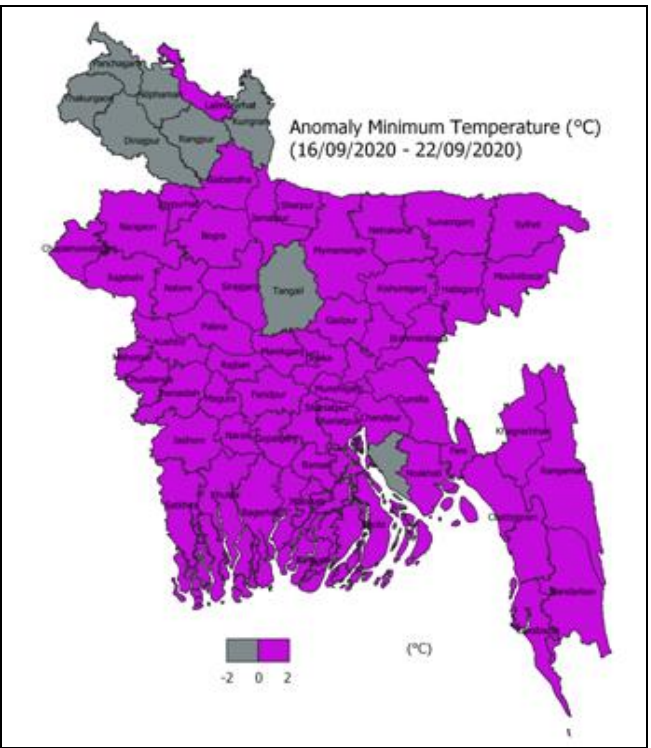
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(16/09/2020 - 22/09/2020)
(°C)
-2 0 2

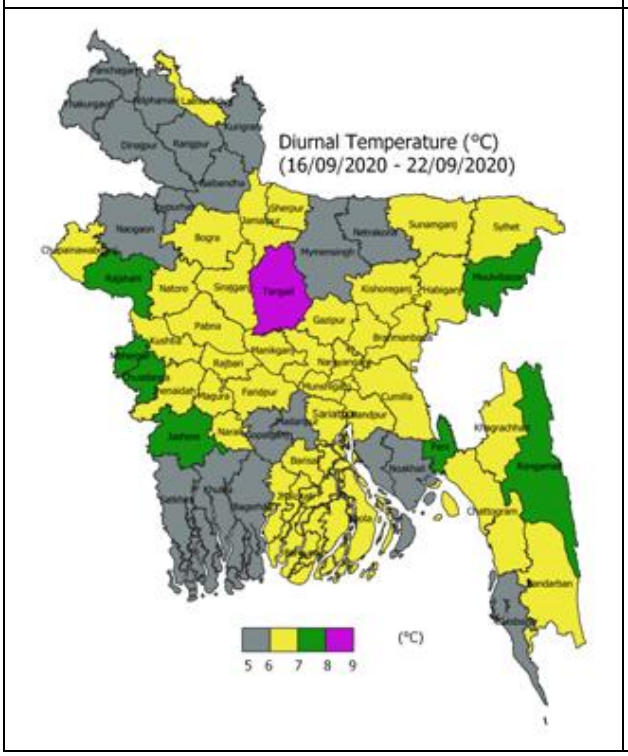
Diurnal Temperature (°C)
(16/09/2020 - 22/09/2020)
(°C)
5 6 7 8 9

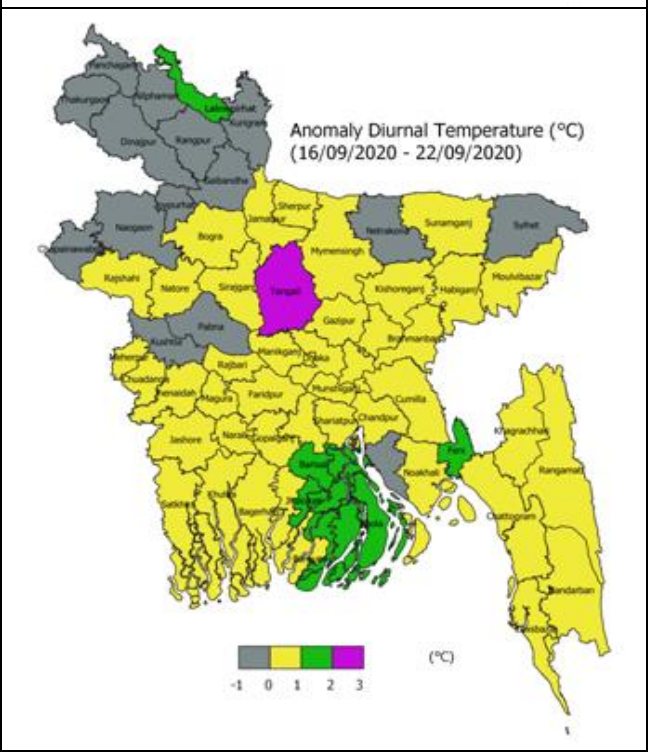
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(16/09/2020 - 22/09/2020)
(°C)
-1 0 1 2 3

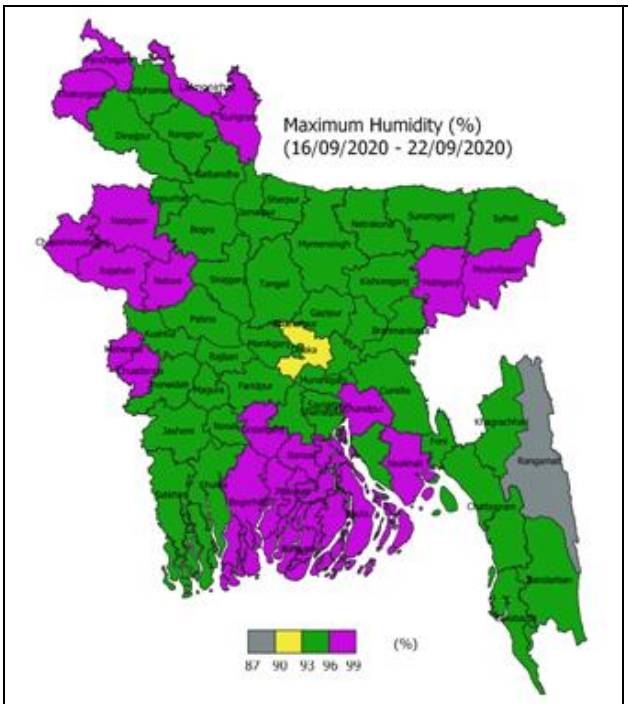
Maximum Humidity (%)
(16/09/2020 - 22/09/2020)
(%)
87 90 93 96 99

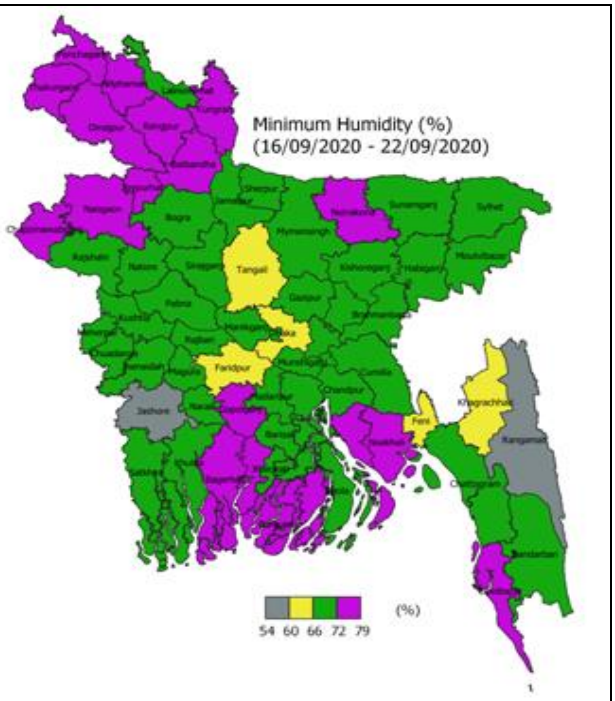
Minimum Humidity (%)
(16/09/2020 - 22/09/2020)
(%)
54 60 66 72 79

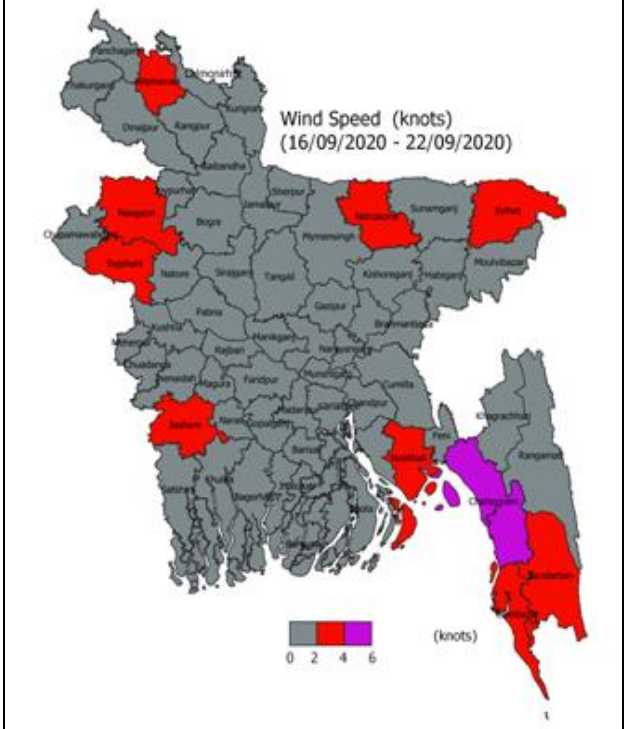
Wind Speed (knots)
(16/09/2020 - 22/09/2020)
(knots)
0 2 4 6

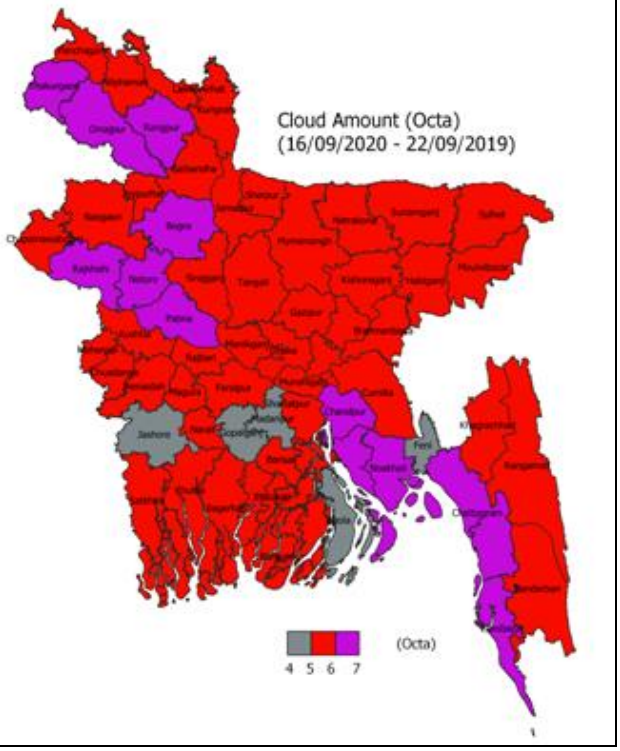
Cloud Amount (Octa)
(16/09/2020 - 22/09/2019)
(Octa)
4 5 6 7

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস ২২/০৯/২০২০ হতে ৩০/০৯/২০২০ তারিখ পর্যন্তঃ

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৩.৫০ থেকে ৪.৫০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ৩.০০ মিঃ মিঃ থেকে ৪.০০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে খুলনা, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগের অধিকাংশ স্থানে এবং রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের অনেক স্থানে হাল্কা (০৪-১০ মি.মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারী (১১-২২ মি.মি./প্রতিদিন) ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) হতে ভারী (৪৪-৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণের সম্ভবনা রয়েছে।
- এ সময়ে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ১-২°C কমতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২৩ সেপ্টেম্বর হতে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত)

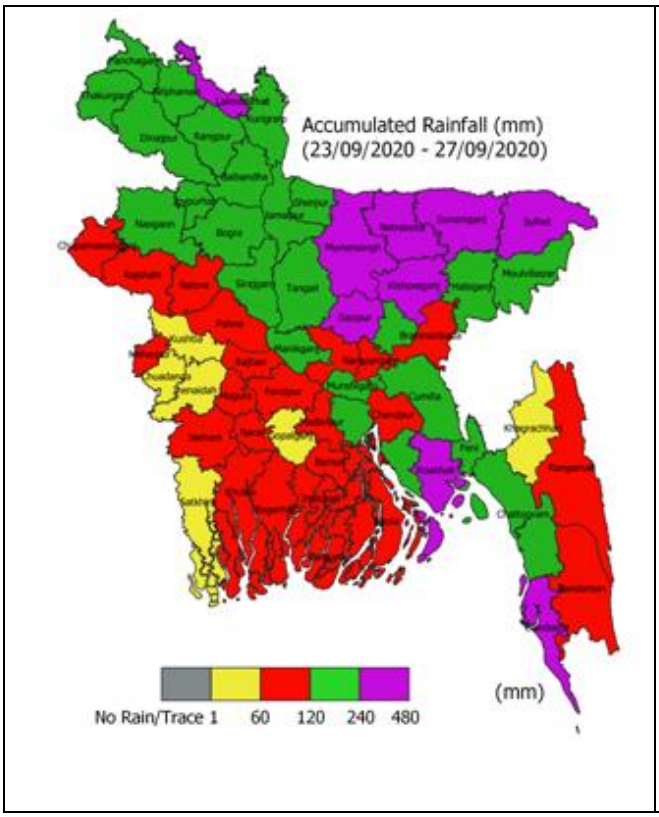

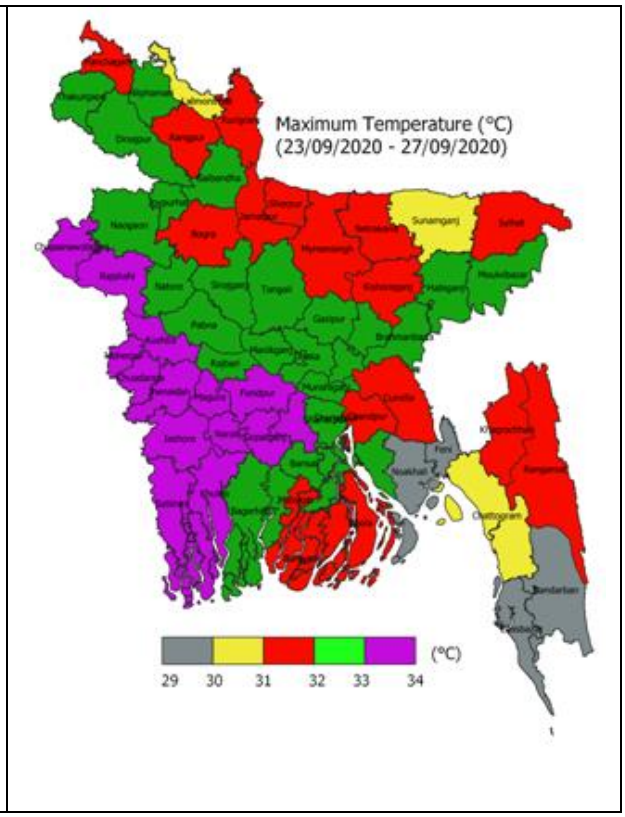

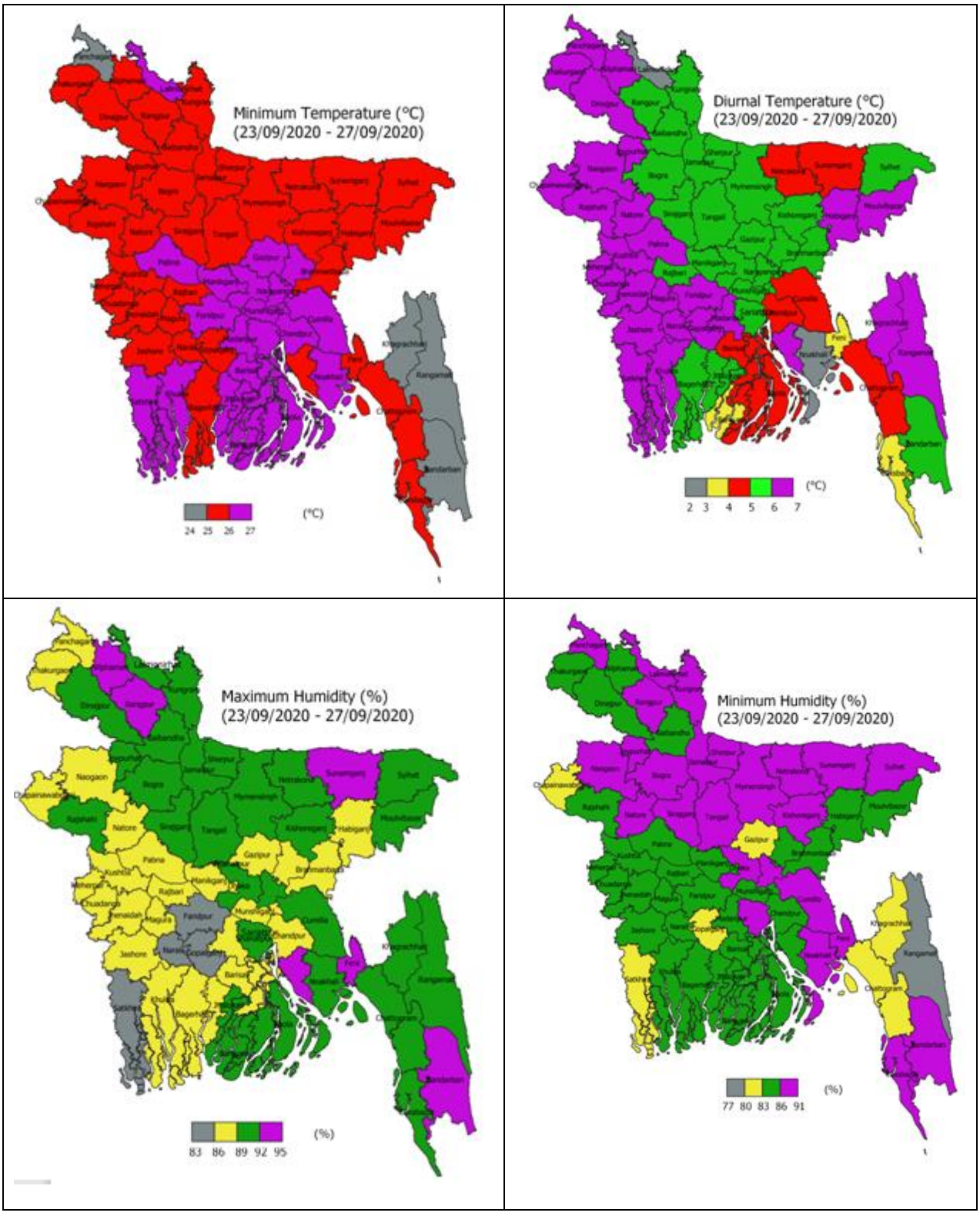
Minimum Temperature (°C)
(23/09/2020 - 27/09/2020)
(°C)
24 25 26 27
Diurnal Temperature (°C)
(23/09/2020 - 27/09/2020)
(°C)
2 3 4 5 6 7
Maximum Humidity (%)
(23/09/2020 - 27/09/2020)
(%)
83 86 89 92 95
Minimum Humidity (%)
(23/09/2020 - 27/09/2020)
(%)
77 80 83 86 91

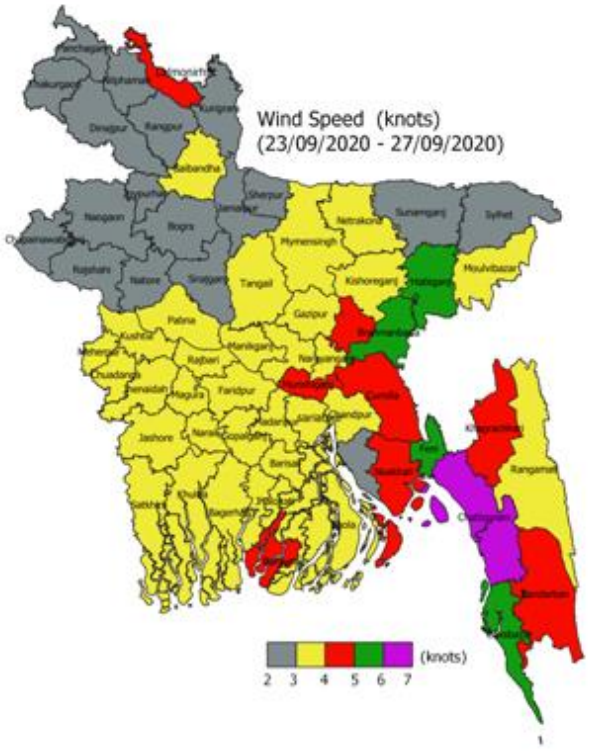
Wind Speed (knots)
(23/09/2020 - 27/09/2020)
(knots)
2 3 4 5 6 7

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week. No. 37 (8 September -14 September) over Agricultural regions of Bangladesh

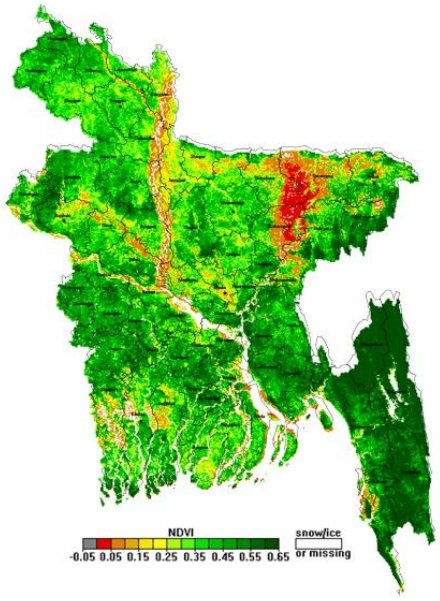

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 37 (8 September -14 September) over Agricultural regions of Bangladesh

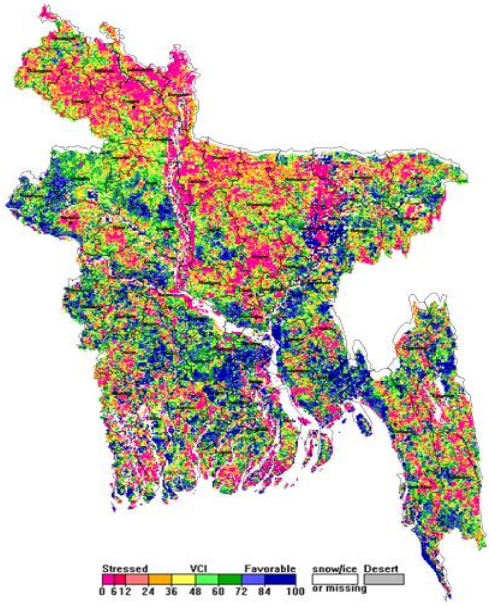

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 37 (8 September -14 September) over Agricultural regions of Bangladesh

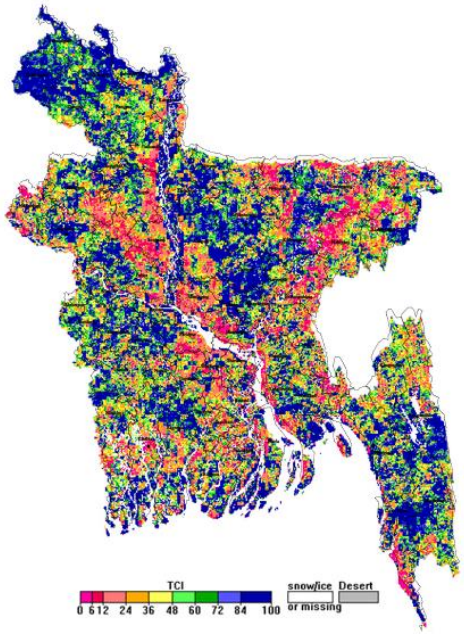

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 37 (8 September -14 September) over Agricultural regions of Bangladesh

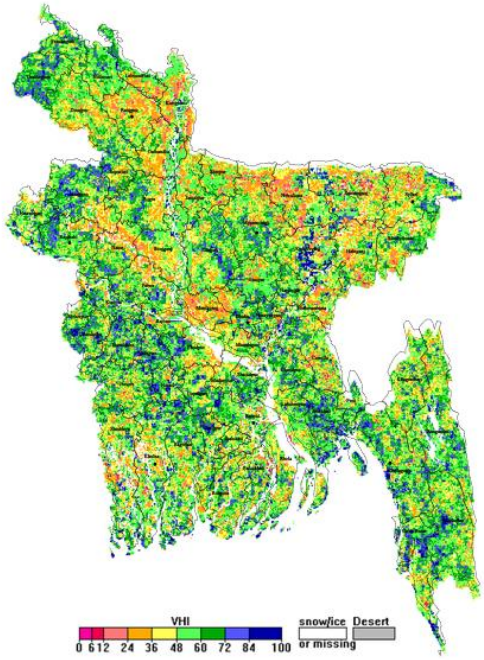

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

দেখা গেছে যে গত চার সপ্তাহের মধ্যে (আগস্ট ২০২০) উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত জেলাগুলিতে তীব্র থেকে চরম শুষ্ক পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হালকা ভেজা পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং উত্তর-পূর্ব অংশ গত চার সপ্তাহ ধরে চরম ভেজা পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

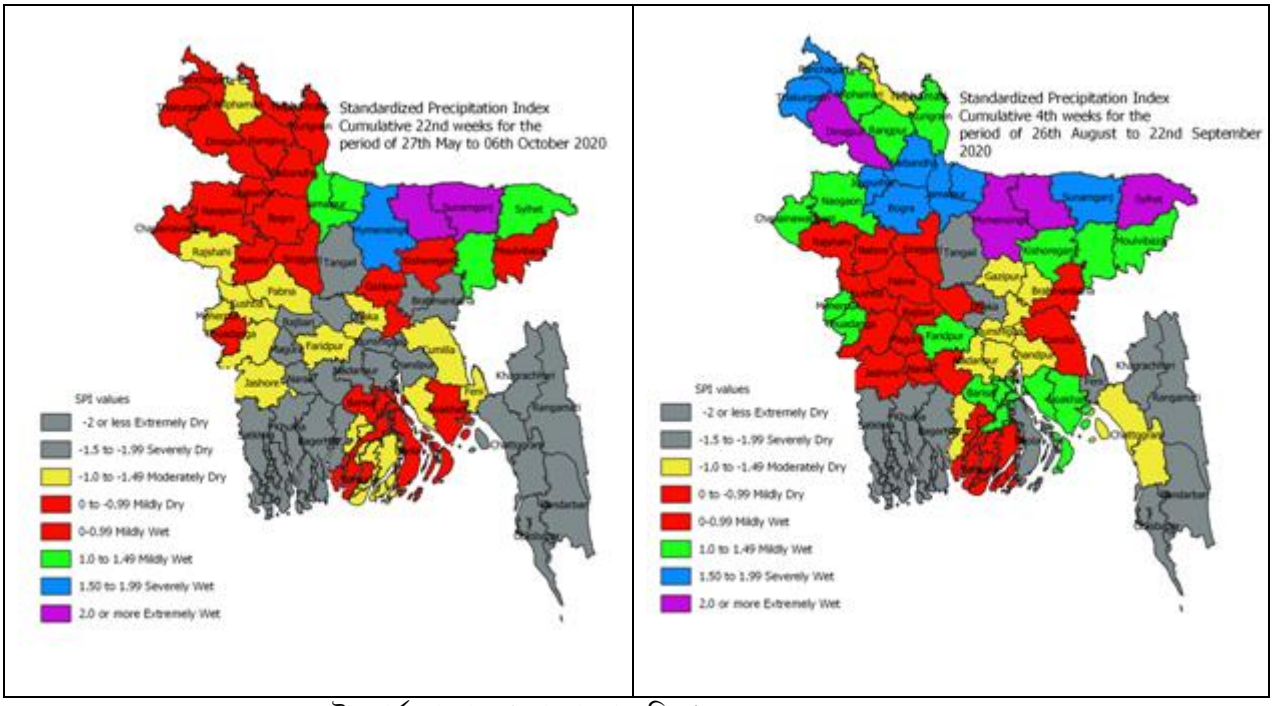

ডেটা সোর্স: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর